শিক্ষা আইন ২০১৩ (খসড়া)

আমাদের প্রস্তাবনা

পার্বত্য চট্টগ্রামের সুশীল সমাজ ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সুপারিশমালা

শিক্ষা আইন ২০১৩ (খসড়া)

আমাদের প্রস্তাবনা

পার্বত্য চট্টগ্রামের সুশীল সমাজ ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সুপারিশমালা

প্রতিবেদন সংকলনে:
মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা   অমল বিকাশ ত্রিপুরা
জয় প্রকাশ ত্রিপুরা

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:
জনলাল চাকমা   ললিত সি. চাকমা
অরুণ কান্তি চাকমা   চাইসিং মং
হ্লাসিং ন্যু   রিপন চাকমা
শেফালীকা ত্রিপুরা
লালসা চাকমা দীপোজ্জ্বল খীসা

আগস্ট ২০১৩

প্রকাশনায়:

মালেইয়া ফাউন্ডেশন

সহযোগি সংস্থাসমূহ:

Zabarang
Kalyan Samity

CIPD

SAS

kabidang
for the development of indigenous people

KMKS
tireless journey towards women empowerment

T U S

GRAUS
GRAM UNNAYON SANGATHON

BNKS
"Organization for women & Children Development"

শিক্ষা আইন ২০১৩

পার্বত্য চট্টগ্রামের সুশীল সমাজ ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রস্তাবনা

গত ৫ আগস্ট ২০১৩ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আইন সেল (শিক্ষা আইন) কর্তৃক জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর আলোকে প্রণীত খসড়া শিক্ষা আইন ২০১৩-কে যুগোপযোগী ও আধুনিকায়ন করার লক্ষ্যে জনমত যাচাইয়ের জন্য শিক্ষাবিদ ও সমাজের সকল স্তরের জনগণের এবং দেশের সকল সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণকে আহবান জানিয়ে (সূত্রঃ শিম/আইন সেল (শিক্ষা আইন)-১৬/২০০১ (অংশ)/৫৫৭ তাং- ০৫ আগস্ট ২০১৩ খ্রি:/ www.moedu.gov.bd) ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়। এই আহবানের আলোকে গত ২২, ২৩ ও ২৪ আগস্ট যথাক্রমে বান্দরবান, রাঙামাটি ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় পৃথক পৃথকভাবে এই অঞ্চলের সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, গণমাধ্যম প্রতিনিধি, লেখক, আইনজীবি, বিভিন্ন জাতিসত্তার প্রতিনিধি ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণে পরামর্শ সভার আয়োজন করা হয়। পরামর্শ সভাগুলো যৌথভাবে আয়োজন করে মালেইয়া ফাউন্ডেশন, সিআইপিডি, সাস, জাবারাং, বিএনকেএস, গ্রাউস, তৃণমূল, আলো, কেএমকেএস ও কাবিদাং।

উক্ত পরামর্শ সভাসমূহ হতে প্রাপ্ত সুপারিশ ও প্রস্তাবনাসমূহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও এই আইন প্রণয়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সুবিধার্থে উপস্থাপন করা হল। মতামতগুলো ছকের মাধ্যমে খসড়া আইনের ধারা নং, খসড়া আইনে বিদ্যমান ধাবা ও উপধারার বিবরণ, প্রস্তাবিত সংশোধনী/অন্তর্ভুক্তি এবং এই প্রস্তাবনার যৌক্তিকতা উপস্থাপন করা হয়েছে।

আশা করি, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও আইন প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলে ইতিবাচকভাবে আমাদের প্রস্তাবনাসমূহ বিবেচনা করে কৃতার্থ করবেন।

ধারা	খসড়া আইন	প্রস্তাবিত সংশোধনী/অন্তর্ভুক্তি	যৌক্তিকতা
২. সংজ্ঞাঃ			
২(ভ)	'বিশেষ চাহিদামূলক শিক্ষা' বলিতে শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধি শিক্ষার্থী ও অটিস্টিক শিশুর শিক্ষা অর্জন প্রক্রিয়াকে সহায়তা করিবার উদ্দেশ্যে অথবা শিক্ষার্থীর বিশেষ কোন দক্ষতাকে সুসংহত করিবার লক্ষ্যে পরিচালিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে বুঝাইবে।	'বিশেষ চাহিদামূলক শিক্ষা' বলিতে শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধি শিক্ষার্থী ও অটিস্টিক শিশুর শিক্ষা অর্জন প্রক্রিয়াকে সহায়তা করিবার উদ্দেশ্যে অথবা শিক্ষার্থীর বিশেষ কোন দক্ষতাকে সুসংহত করিবার লক্ষ্যে অথবা **একই সঙ্গে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার শিশুদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে** পরিচালিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে বুঝাইবে।	দেশের অনগ্রসর শিশুদের মধ্যে আদিবাসী শিশুরা অন্যতম। তাই বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের মধ্যে আদিবাসী শিশুদেরকে অন্তর্ভূক্ত করা জরুরি বিবেচনা করে আমরা এই সংযোজনী প্রস্তাবনা করছি।
২ (র)	'সরকার' বলিতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়/প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়াদি সংশ্লিষ্ট সরকারের অন্যান্য মন্ত্রণালয়কে বুঝাইবে;	'সরকার' বলিতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়/প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়াদি সংশ্লিষ্ট সরকারের অন্যান্য মন্ত্রণালয়সহ **পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহকে** বুঝাইবে;	পার্বত্য জেলাসমূহের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়াবলী পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহের এক্তিয়ারভুক্ত বিধায় পার্বত্য তিন জেলার ক্ষেত্রে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদকে উল্লিখিত সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে [প্রথম তফসিল, পরিষদের কার্যাবলি (ধারা ২২ দ্রষ্টব্য) ৩। শিক্ষা, পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন

ধারা	খসড়া আইন	প্রস্তাবিত সংশোধনী/অন্তর্ভুক্তি	যৌক্তিকতা
			(সংশোধন) ১৯৯৮(২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ তারিখে সম্পাদিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির আলোকে ১৯৯৮ সনের ১০নং আইন দ্বারা সংশোধিত) অনুযায়ী] এবং পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ তাদের কার্যক্রমের জন্য সরাসরি পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিকট দায়বদ্ধ বিধায় উক্ত মন্ত্রণালয়কেও সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
২(ল)	'দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চল' বলিতে সরকার কর্তৃক দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চল হিসাবে ঘোষিত এলাকা/অঞ্চলকে বুঝাইবে।	'দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চল' বলিতে পার্বত্য অঞ্চল, চর, হাওর, উপকূল, বিল ইত্যাদি অঞ্চলসহ সরকার কর্তৃক দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চল হিসাবে ঘোষিত এলাকা/অঞ্চলকে বুঝাইবে।	দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের সংজ্ঞায় পার্বত্য চট্টগ্রাম, চর, হাওর, উপকূল, বিল ইত্যাদি বহুকাল ধরে পশ্চাৎপদ ও অবহেলিত হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। তাই সরকারি ঘোষণার সুবিধার্থে এসব অঞ্চলের নাম উল্লেখ করার জন্য সুপারিশ করা হল।

ধারা	খসড়া আইন	প্রস্তাবিত সংশোধনী/অন্তর্ভুক্তি	যৌক্তিকতা
৩। আইনের প্রাধান্যঃ			
	আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলি প্রাধান্য পাইবে।	আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলি প্রাধান্য পাইবে। তবে পার্বত্য জেলাগুলোর ক্ষেত্রে এই অঞ্চলে বিদ্যমান আইন, বিধি ও নীতিমালাসমূহের সাথে এই আইনের কোন অংশ সাংঘর্ষিক প্রতীয়মান হইলে পার্বত্য চট্টগ্রামের সংশ্লিষ্ট আইনই প্রাধান্য পাইবে।	পার্বত্য জেলাগুলোর সার্বিক উন্নয়ন বিধানের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আইন, নীতি ও ঘোষণা গ্রহণ করা হয়েছে। সেসব আইনের কিছু কিছু বিশেষ আইন বিধায় বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান সেসব আইনে রয়েছে। তাই দেশের যে কোন নতুন আইন প্রণয়নকালে এই বিশেষ আইনগুলোর মর্যাদা যেন অক্ষুন্ন থাকে সে বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া জরুরি।
৫. প্রাথমিক পর্যায়ের সকল শিশুর জন্য			
৫(২)	প্রাথমিক স্তরে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও সকল ক্ষুদ্র-জাতিসত্তার জন্য স্ব স্ব মাতৃভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে। একই সাথে প্রতিবন্ধি, অটিস্টিক, কর্মজীবি ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করিবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।	প্রাথমিক স্তরে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও সকল ক্ষুদ্র-জাতিসত্তার জন্য স্ব স্ব মাতৃভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে। একই সাথে প্রতিবন্ধি, অটিস্টিক, কর্মজীবি ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করিবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।	'মাতৃভাষা শিক্ষা'র পরিবর্তে 'মাতৃভাষায় শিক্ষা' প্রতিস্থাপিত হবে। কারণ সব আদিবাসী শিশু তার নিজ নিজ মাতৃভাষা জন্মের পরেই শেখে। তাই তাদেরকে মাতৃভাষা শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। অন্যদিকে আদিবাসী শিশুদের

ধারা	খসড়া আইন	প্রস্তাবিত সংশোধনী/অন্তর্ভুক্তি	যৌক্তিকতা
			শিক্ষা জীবন থেকে ঝরে পড়ার অন্যতম কারণ হিসেবে 'মাতৃভাষায় শিক্ষার সুযোগ না থাকা'-কে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাই তাদের শিক্ষা প্রথমে মাতৃভাষায় শুরু হওয়াটা জরুরি।
৬. নিরাপদ ও শিশুবান্ধব শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ			
৬ (২)	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবস্থানকালীন ও আসা-যাওয়ার পথে শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার জন্য স্থানীয় সমাজকে সম্পৃক্ত করা হইবে।	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবস্থানকালীন ও আসা-যাওয়ার পথে শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার জন্য ~~স্থানীয় সমাজকে সম্পৃক্ত করা হইবে।~~ এবং পার্বত্য এলাকাসহ প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে যেখানে জনবসতি হালকা এবং বিদ্যালয় স্থাপন করিবার জন্য বিদ্যমান শর্ত মোতাবেক পর্যাপ্তসংখ্যক শিশু নাই, সেসব এলাকার শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি ও শিক্ষা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের আবাসিক ব্যবস্থা করা হইবে।	পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং দেশের বিভিন্ন দূর্গম এলাকায় এখনও অনেক পাড়া বা গ্রাম আছে, যেখানে এখনও পর্যন্ত শিক্ষার আলো পৌঁছেনি, কিংবা কোন বিদ্যালয় স্থাপিত হয়নি। মূলত ভৌগলিক অবস্থানগত দূর্গমতা, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য সরকারি বিভিন্ন শর্তাবলী সঠিকভাবে পরিপূরণ করতে না পারায় এই সকল এলাকা এখনও শিক্ষার সুযোগ থেকে

ধারা	খসড়া আইন	প্রস্তাবিত সংশোধনী/অন্তর্ভুক্তি	যৌক্তিকতা
			বঞ্চিত রয়েছে। ফলশ্রুতিতে, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ন্যাশনাল প্লান অব এ্যাকশন (এনপিএ) অনুযায়ী ২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করণের যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে, সেটির বাস্তবায়ন এবং বর্তমান সরকারের 'রূপকল্প ২০২১' এরও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণ পার্বত্যাঞ্চলসহ দুর্গম অঞ্চলগুলোর এই অনগ্রসরতার ফলে ব্যাহত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। তাই, শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা সঠিক সময়ে অর্জনের লক্ষ্যে পার্বত্য এলাকাসহ প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য আবাসিক ব্যবস্থা করা খুবই জরুরি।

ধারা	খসড়া আইন	প্রস্তাবিত সংশোধনী/অন্তর্ভুক্তি	যৌক্তিকতা
৬(৪)	খসড়া আইনে নাই	স্থানীয়তাভিত্তিক একটি 'নমনীয় শিক্ষা পঞ্জিকা' প্রণয়নের মাধ্যমে চর, হাওর, বিল, উপকূল ও পার্বত্য অঞ্চলসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিবেশ ও জলবায়ু, স্থানীয় অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বা জনগণের জীবন-জীবিকা ও কৃষ্টির সহিত সঙ্গতি রাখিয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শ্রেণি-পাঠদানের সময়সূচি এবং বার্ষিক অবকাশ-কাল নির্ধারণ করা হইবে।	এই বিষয়টি এই আইনের সংজ্ঞায় ২(ত) উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু আইনের কোন ধারায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি, তাই আমরা তা অন্তর্ভূক্তির জন্য সুপারিশ প্রদান করছি।
৭. প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক এবং এবতেদায়ি শিক্ষার পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচিঃ			
৭ (১)	সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা এবং একই পদ্ধতির মৌলিক শিক্ষার সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক এবং এবতেদায়ী শিক্ষার জন্য সকল শিক্ষা ধারায় নির্ধারিত বিষয়সমূহের অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করা হইবে। ক্ষুদ্র	সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা এবং একই পদ্ধতির মৌলিক শিক্ষার সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক এবং এবতেদায়ী শিক্ষার জন্য সকল শিক্ষা ধারায় নির্ধারিত বিষয়সমূহের অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করা হইবে। ক্ষুদ্র জাতিসত্তাভুক্ত শিক্ষার্থীদের জন্য তাহাদের স্ব-স্ব সমাজ, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, কৃষ্টির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া পার্বত্য	'মাতৃভাষা শিক্ষা'র পরিবর্তে 'মাতৃভাষায় শিক্ষা' প্রতিস্থাপিত হবে। কারণ সব আদিবাসী শিশু তার নিজ নিজ মাতৃভাষা জন্মের পর থেকেই শেখে। তাই তাদেরকে মাতৃভাষা শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। অন্যদিকে আদিবাসী শিশুদের ঝরে পড়ার অন্যতম কারণ হিসেবে 'মাতৃভাষায় শিক্ষার সুযোগ না

ধারা	খসড়া আইন	প্রস্তাবিত সংশোধনী/অন্তর্ভুক্তি	যৌক্তিকতা
	ন্‌-গোষ্ঠীভুক্ত শিক্ষার্থীদের জন্য সরকার নির্ধারিত নির্দিষ্ট শ্রেণি পর্যন্ত স্ব-স্ব মাতৃভাষা শিক্ষার জন্য পাঠ্যপুস্তক তৈরি করা হইবে।	জেলা পরিষদ বা ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মাতৃভাষায় শিক্ষা সংক্রান্ত পাঠ্যপুস্তক ও প্রশিক্ষণের জন্য বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরকার নির্ধারিত নির্দিষ্ট শ্রেণি পর্যন্ত স্ব-স্ব মাতৃভাষায় শিক্ষার জন্য পাঠ্যপুস্তক তৈরি করা হইবে।	থাকা'-কে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাই তাদের শিক্ষা প্রথমে মাতৃভাষায় শুরু হওয়াটা জরুরি। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ১৯৯৭-এর ধারা ৩৩ (খ) ও পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনসমূহ ১৯৮৯ (১৯৯৮ সালে সংশোধিত) এ বিষয়ে সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। অন্যদিকে পাঠ্যপুস্তকে কোন জাতিগোষ্ঠীর ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, কৃষ্টি ভুলভাবে/বিকৃতভাবে তুলে ধরা হলে ঐ জাতিগোষ্ঠী সম্পর্কে অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও বৈষম্যমূলক মনোভাব সৃষ্টি হতে পারে, যার দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতিকারক প্রভাব সমাজ, জাতি ও রাষ্ট্রের উপর পড়বে। তাই, উপরোক্ত ভ্রান্তিসমূহ পরিহারের লক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের ক্ষেত্রে

ধারা	খসড়া আইন	প্রস্তাবিত সংশোধনী/অন্তর্ভুক্তি	যৌক্তিকতা
			সংশ্লিষ্ট আদিবাসী জাতিসমূহের সমাজ, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, কৃষ্টির সাথে সামঞ্জস্য রেখে সংশ্লিষ্ট আদিবাসী জাতি কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট জাতির লেখক/ পাঠদানে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণের মাধ্যমে পাঠক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে প্রস্তাবনায়।
৭(৩)	জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করিবে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড-এর অনুমতি ব্যতীত উক্ত শিক্ষাক্রমে অতিরিক্ত হিসাবে কোন বিষয় বা পুস্তক অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে না।	জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করিবে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড-এর অনুমতি ব্যতীত উক্ত শিক্ষাক্রমে অতিরিক্ত হিসাবে কোন বিষয় বা পুস্তক অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে না। **তবে পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে পার্বত্য জেলা পরিষদকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া ক্ষুদ্র জাতিসত্তার শিশুদের**	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিশেষ একটি অঞ্চল বিধায় এখানকার শিশুদের বিশেষ শিখন-চাহিদা রয়েছে। সেই বিশেষ শিখন-চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে অতিরিক্ত বিষয় বা পাঠ্যপুস্তক সংযুক্তির প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। এই বিষয়টি বিবেচনা করে অতিরিক্ত পাঠ্যপুস্তক সংযুক্তির ক্ষেত্রে শিথিলতা থাকা

ধারা	খসড়া আইন	প্রস্তাবিত সংশোধনী/অন্তর্ভুক্তি	যৌক্তিকতা
		শিখন-চাহিদা অনুসারে অতিরিক্ত পাঠ্যপুস্তক সংযুক্ত করিবার ক্ষেত্রে ইহা শিথিলযোগ্য।	জরুরি। যদি কেন্দ্রীয়ভাবে আদিবাসীদের মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য আদিবাসী ভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়, সে ক্ষেত্রে এই কার্যক্রম সেই ইনস্টিটিউটের উপর বর্তাবে।
৮. শিশুর ভর্তি নিশ্চিকরণে বিদ্যালয়ের কর্তব্য:			
৮(৭)	সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারিদের বদলীজনিত কারণসহ অন্যান্য যুক্তিযুক্ত কারণে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিবর্তনের বিষয়ে সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করা হইবে।	অভিভাবকদের বদলীজনিত কারণসহ অন্যান্য যুক্তিযুক্ত কারণে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিবর্তনের বিষয়ে সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করা হইবে।	সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারি ছাড়াও বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কিংবা সংগঠনে কর্মরত কর্মকর্তা বা কর্মচারিদেরও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় বদলী হতে হয়। তাই, এক্ষেত্রে সকলের সুবিধার্থে সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারিদের স্থলে 'অভিভাবকদের' শব্দটি প্রতিস্থাপিত করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

ধারা	খসড়া আইন	প্রস্তাবিত সংশোধনী/অন্তর্ভুক্তি	যৌক্তিকতা
৯. প্রাক-বৃত্তিমূলক ও তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা:			
৯(২)	আবেদনকারী থাকা সাপেক্ষে অটিস্টিক, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধি শিশুদের বৃত্তিমূলক কারিগরি শিক্ষায় ভর্তির জন্য ৫% পর্যন্ত বিশেষ কোটা সংরক্ষণ করা হইবে।	আবেদনকারী থাকা সাপেক্ষে অটিস্টিক, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধি শিশুদের বৃত্তিমূলক কারিগরি শিক্ষায় ভর্তির জন্য ন্যূনতম ৫% এবং ক্ষুদ্র জাতিসত্তার শিক্ষার্থীদের জন্যও ন্যূনতম ৫% বিশেষ কোটা সংরক্ষণ করা হইবে।	বৃত্তিমূলক ও তথপ্রযুক্তি শিক্ষায় আদিবাসীদের বিচরণ এখনও খুব নগণ্য পর্যায়ে রয়েছে। তাই, এ ক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অন্যান্য শিক্ষা ব্যবস্থার মতো এই ক্ষেত্রেও বিশেষ কোটা প্রদান করে তাদের শিক্ষার পথকে সুগম করা যায়।
১০. প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও এবতেদায়ী মাদরাসা শিক্ষার জন্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন:			
১০(৩)	সরকার প্রয়োজন মনে করিলে বিদ্যালয়বিহীন কিংবা ঘনজনবসতিপূর্ণ এলাকায় এক বা একাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে। নিবন্ধনের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি ছাড়া কোন অবস্থাতেই বেসরকারিভাবে কোন বিদ্যালয়	সরকার প্রয়োজন মনে করিলে বিদ্যালয়বিহীন কিংবা ঘনজনবসতিপূর্ণ এলাকায় এক বা একাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে। নিবন্ধনের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি ছাড়া কোন অবস্থাতেই বেসরকারিভাবে কোন বিদ্যালয় স্থাপন বা পরিচালনা করা যাইবে না। তবে পার্বত্য জেলাগুলোর ক্ষেত্রে পার্বত্য জেলা পরিষদগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য প্রাথমিক	এটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও উন্নয়নে প্রচলিত দেশীয় মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। পূর্বে সামাজিকভাবেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো স্থাপিত ও পরিচালিত হতো। তবে পরবর্তীতে এসব প্রতিষ্ঠানের সরকারি অনুমোদন নেওয়ার ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে।

ধারা	খসড়া আইন	প্রস্তাবিত সংশোধনী/অন্তর্ভুক্তি	যৌক্তিকতা
	স্থাপন বা পরিচালনা করা যাইবে না।	অনুমতি দিতে পারিবে।	সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য স্থানীয়ভাবে সহজ উপায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সুযোগ রাখা অতীব জরুরি।
১২. পরীক্ষা ও মূল্যায়ন:			
১২(২)	পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণির একাডেমিক বৎসর শেষে বার্ষিক পরীক্ষার পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড বা অনুমোদিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যথাক্রমে প্রাথমিক সমাপনী সার্টিফিকেট (PSC) পরীক্ষা এবং জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (JSC)/জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (JDC) পরীক্ষা দেশব্যাপি অনুষ্ঠিত হইবে। তবে ভবিষ্যতে সরকার জনস্বার্থে প্রথম শ্রেণি হইতে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাবলিক পরীক্ষার সংখ্যা ও স্তর পুনর্নির্ধারণ করিতে পারিবে।	পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণির একাডেমিক বৎসর শেষে বার্ষিক পরীক্ষার পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড বা অনুমোদিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যথাক্রমে মিড-প্রাইমারি স্কুল সার্টিফিকেট **(MPSC)** পরীক্ষা এবং প্রাইমারি/ ~~জুনিয়র~~ স্কুল সার্টিফিকেট (PSC/~~JSC~~)/ প্রাইমারি/~~জুনিয়র~~ দাখিল সার্টিফিকেট **(PDC/JDC)** পরীক্ষা দেশব্যাপি অনুষ্ঠিত হইবে। তবে ভবিষ্যতে সরকার জনস্বার্থে প্রথম শ্রেণি হইতে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাবলিক পরীক্ষার সংখ্যা ও স্তর পুনর্নির্ধারণ করিতে পারিবে।	প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বর্ধিত হওয়ায় সঙ্গত কারণেই অষ্টম শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষার নামকরণ প্রাইমারি স্কুল সার্টিফিকেট হওয়াটা যুক্তিযুক্ত এবং পঞ্চম শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষার নামকরণ মিড-প্রাইমারি স্কুল সার্টিফিকেট হতে পারে, যেহেতু এটি প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার মাঝামাঝি সময়কালের শিক্ষার স্তর। তবে পঞ্চম শ্রেণির পরীক্ষার ব্যবস্থাটা না রাখলে শিশুদের জন্য তাদের প্রাথমিক শিক্ষা জীবন আরও আনন্দদায়ক হতে পারে। এ ক্ষেত্রে পঞ্চম শ্রেণিতে বৃত্তি পরীক্ষার ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে।

ধারা	খসড়া আইন	প্রস্তাবিত সংশোধনী/অন্তর্ভুক্তি	যৌক্তিকতা
১৩. প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের শিক্ষক নির্বাচনঃ			
১৩(৩)	সরকারি অনুমোদন ও আর্থিক সহায়তাপ্রাপ্ত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও এবতেদায়ি মাদরাসায় উপযুক্ত শিক্ষক নির্বাচনের লক্ষ্যে একটি স্থায়ী বেসরকারি শিক্ষক নির্বাচন কমিশন গঠন করা হইবে এবং উক্ত কমিশন পরিচালনার জন্য বিধিমালা প্রণয়ন করা হইবে।	সরকারি অনুমোদন ও আর্থিক সহায়তাপ্রাপ্ত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও এবতেদায়ি মাদরাসায় উপযুক্ত শিক্ষক নির্বাচনের লক্ষ্যে একটি স্থায়ী বেসরকারি শিক্ষক নির্বাচন কমিশন গঠন করা হইবে এবং উক্ত কমিশন পরিচালনার জন্য বিধিমালা প্রণয়ন করা হইবে। পার্বত্য জেলাগুলোর ক্ষেত্রে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ বেসরকারি শিক্ষক নির্বাচন কমিশন হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবে।	প্রাথমিক শিক্ষা যেহেতু পার্বত্য জেলা পরিষদগুলোর নিকট হস্তান্তরিত বিষয়, সেহেতু পার্বত্য জেলাগুলোতে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষার জন্য শিক্ষক নির্বাচন এই তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে।
১৪. প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ			
১৪(৭)	খসড়া আইনে নেই	ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ভাষায় শিক্ষা সংক্রান্ত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য 'ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ভাষা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট' প্রতিষ্ঠা করা হইবে।	আদিবাসীদের মাতৃভাষায় শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট কোন কেন্দ্রীয় বিশেষায়িত সংস্থা নেই। তাই কেন্দ্রীয়ভাবে একটি সংস্থা বা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করার জন্য সুপারিশ করা হল। এই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের মধ্যে 'ডিপ্লোমা-ইন-এডুকেশন'-এর কোর্সগুলো অন্তর্ভুক্ত হবে না।

ধারা	খসড়া আইন	প্রস্তাবিত সংশোধনী/অন্তর্ভুক্তি	যৌক্তিকতা
১৫. প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিচালনা পরিষদ ও অভিভাবক-শিক্ষক পরিষদ গঠন:			
	প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা পরিষদ এবং অভিভাবক-শিক্ষক পরিষদ গঠন বাধ্যতামূলক করা হইবে। প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদ অধিকতর কার্যকরী করিবার লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড-এর প্রতিনিধি, স্থানীয় প্রশাসন, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং শিক্ষানুরাগী ব্যক্তির সমন্বয়ে পুনর্গঠন করা হইবে।	প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা পরিষদ এবং অভিভাবক-শিক্ষক পরিষদ গঠন বাধ্যতামূলক করা হইবে। প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদ অধিকতর কার্যকরী করিবার লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড-এর প্রতিনিধি, স্থানীয় প্রশাসন, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং শিক্ষানুরাগী ব্যক্তির সমন্বয়ে পুনর্গঠন করা হইবে। **পার্বত্য জেলাগুলোর ক্ষেত্রে পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ প্রণীত নীতি/প্রবিধান অনুসারে এটি পুনর্গঠন করা যাইবে।**	পার্বত্য জেলাগুলোতে ইতোমধ্যে স্কুল ব্যবস্থাপনা পরিষদ ও অভিভাবক-শিক্ষক পরিষদ গঠনের প্রক্রিয়া পার্বত্য জেলা পরিষদগুলো কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া পার্বত্যাঞ্চলে সাধারণ প্রশাসনিক কাঠামোর পাশাপাশি ঐতিহ্যবাহী কিছু প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের সার্কেল চীফ, হেডম্যান ও কারবারিরা সামাজিক উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কাজে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করেন। পার্বত্য জেলা পরিষদগুলো এসব সামাজিক নেতৃবৃন্দের অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্কুল পরিচালনার কার্যাবলী বাস্তবায়ন করে থাকে। তাই বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা পরিষদ ও অভিভাবক-শিক্ষক পরিষদ গঠনের

ধারা	খসড়া আইন	প্রস্তাবিত সংশোধনী/অন্তর্ভুক্তি	যৌক্তিকতা
			ক্ষেত্রে পার্বত্য জেলা পরিষদের বিদ্যমান বিধিগুলো অনুসরন করার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। বোর্ড কর্মকর্তাসহ উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অন্তর্ভূক্তি বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদগুলোকে অকার্যকর করতে পারে, বিশেষত দূর্গম বিদ্যালয়গুলোতে। বোর্ডের প্রতিনিধিদের পক্ষে দূর্গম স্কুলগুলোর পরিচালনা পরিষদের সভায় উপস্থিতি সম্ভব হবে না।
২২. মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরের শিক্ষার ধারাসমূহ:			
২২(গ) বৃত্তিমূলক, কারিগরি ও তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা:			
২২(গ) (৬)	অটিস্টিক শিশুসহ শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধি শিক্ষার্থীদের কারিগরি ও ব"ত্তিমূলক শিক্ষায় ভর্তির জন্য বিশেষ কোটা সংরক্ষণ করা হইবে।	অটিস্টিক শিশুসহ শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধি এবং <u>ক্ষুদ্র জাতিসত্তার</u> শিক্ষার্থীদের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় ভর্তির জন্য <u>ন্যূনতম ৫%</u> বিশেষ কোটা সংরক্ষণ করা হইবে।	৯(২)-এর ব্যাখ্যার অনুরূপ

ধারা	খসড়া আইন	প্রস্তাবিত সংশোধনী/অন্তর্ভুক্তি	যৌক্তিকতা
২৪. মাধ্যমি/দাখিল স্তরে ভর্তির ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের কর্তব্য:			
২৪(২)	সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারিদের বদলিজনিত কারণসহ অন্যান্য যুক্তিযুক্ত কারণে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিবর্তনের বিষয়ে সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করা হইবে।	~~সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারিদের~~ অভিভাবকদের বদলিজনিত কারণসহ অন্যান্য যুক্তিযুক্ত কারণে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিবর্তনের বিষয়ে সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করা হইবে।	৮ (৭)-এর ব্যাখ্যার অনুরূপ
৩৩. স্নাতক শ্রেণিতে ভর্তি ও কর্মক্ষেত্রে নিয়োগের যোগ্যতা:			
৩৩(২)	দেশের সকল স্তরের সরকারি ও বেসরকারি কলেজ/ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ যথাযথ নীতিমালা নির্ধারণ করিয়া ভর্তির ব্যবস্থা করিবে।	দেশের সকল স্তরের সরকারি ও বেসরকারি কলেজ/ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বিভিন্ন অনগ্রসর জাতিসত্তাভুক্ত জনগোষ্ঠীর জন্য প্রচলিত কোটা পদ্ধতিসহ বিশেষ সুবিধাগুলি অক্ষুন্ন রাখিয়া নীতিমালা নির্ধারণ করিয়া ভর্তির ব্যবস্থা করিবে।	অনগ্রসর জাতিভুক্ত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি কলেজ/ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে কোটা পদ্ধতিসহ বিশেষ কিছু সুবিধা রয়েছে। উক্ত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ভর্তি নীতিমালায় এই বিশেষ সুবিধাসমূহ অক্ষুন্ন রাখা জরুরি।
৩৬. চিকিৎসা শিক্ষা:			
৩৬(৪)	আধুনিক এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার পাশাপাশি প্রচলিত হোমিওপ্যাথি, ইউনানি এবং আয়ুর্বেদী চিকিৎসা	আধুনিক এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার পাশাপাশি প্রচলিত হোমিওপ্যাথি, ইউনানি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের চিরাচরিত চিকিৎসা সংক্রান্ত লোকজ/	আদিবাসী সমাজে প্রকৃতি থেকে আহরিত সম্পদ ও জ্ঞান ব্যবস্থাভিত্তিক পরিক্ষীত কিছু চিকিৎসা পদ্ধতি

ধারা	খসড়া আইন	প্রস্তাবিত সংশোধনী/অন্তর্ভুক্তি	যৌক্তিকতা
	ব্যবস্থারও উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইবে।	চিরায়ত/ আদিবাসী জ্ঞান পদ্ধতি এবং আয়ুর্বেদী চিকিৎসা ব্যবস্থারও উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইবে।	প্রচলিত রয়েছে। এসব চিকিৎসার পদ্ধতি দেশের সর্বত্র সুনাম রয়েছে। তাই, অন্যান্য চিকিৎসা পদ্ধতির পাশাপাশি এই চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে আরও গবেষণা ও তা চর্চার সুবিধার্থে চিকিৎসা শিক্ষার পাঠ্যসূচিতে তা অন্তর্ভুক্ত করা দরকার।
৩৮. কৃষি শিক্ষা:			
৩৮(২)	কৃষি শিক্ষার আধুনিকায়নের জন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে পরিবেশ বিজ্ঞান, জৈব প্রযুক্তি, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, সম্পদ অর্থনীতি, জীব-বৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা, ভূমিস্বত্ব ও ব্যবস্থাপনা, পুষ্টি বিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে নতুন নতুন কোর্স সংযোজন করা হইবে।	কৃষি শিক্ষার আধুনিকায়নের জন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে পরিবেশ বিজ্ঞান, জৈব প্রযুক্তি, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, সম্পদ অর্থনীতি, জীব-বৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা, ভূমিস্বত্ব ও ব্যবস্থাপনা, পুষ্টি বিজ্ঞান, ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের লোকজ/ চিরায়ত/ আদিবাসী জ্ঞান ব্যবস্থা ও সামাজিক বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে নতুন নতুন কোর্স সংযোজন করা হইবে।	পরিবেশ, প্রকৃতি ও চাষাবাদ ব্যবস্থা সম্পর্কে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর রয়েছে পরিবেশ বান্ধব চিরায়ত জ্ঞান ব্যবস্থা। এই জ্ঞান ব্যবস্থা দেশের কৃষির সার্বিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। তাই পাঠ্যপুস্তকে অন্যান্য জ্ঞান ব্যবস্থার পাশাপাশি তাদের চিরাচরিত এসব ইতিবাচক জ্ঞান ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্তি দেশের কৃষি ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি আনয়ন করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

ধারা	খসড়া আইন	প্রস্তাবিত সংশোধনী/অন্তর্ভুক্তি	যৌক্তিকতা
৪০. আইন শিক্ষাঃ			
৪০(৭)	খসড়া আইনে নাই	ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের স্মরণাতীতকাল হইতে চর্চিত প্রথাগত আইন ও বিচার ও সালিশ ব্যবস্থাবলীকে আইন শিক্ষার পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা হইবে।	দেশের সাধারণ বিচারিক কাঠামোর পাশাপাশি স্মরণাতীত কাল থেকে এই দেশের আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীগুলো তাদের নিজ নিজ সমাজ ব্যবস্থায় উদ্ভূত বিভিন্ন সামাজিক বিশৃংখলা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে নিজস্ব পদ্ধতিতে বিচার-আচার সম্পাদন করা হয়ে আসছে। আদিবাসী সমাজে প্রচলিত এসব ইতিবাচক মূল্যবোধগুলোকে পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা হলে সামাজিক শৃংখলা বজায় রাখার তা কার্যকরভাবে সহায়তা করবে।

ধারা	খসড়া আইন	প্রস্তাবিত সংশোধনী/অন্তর্ভুক্তি	যৌক্তিকতা
৪২. বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা:			
৪২(২)	উচ্চশিক্ষার উন্নয়নের স্বার্থে সরকার অথবা বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন অথবা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে বেসরকারিভাবে বিশ্ববিদ্যালয় বা সমমানের কোন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন বা পরিচালনা করা যাইবে। তবে এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বাঙ্গালী সংস্কৃতির পরিপন্থী কোন কার্যক্রম পরিচালনা করা যাইবে না।	উচ্চশিক্ষার উন্নয়নের স্বার্থে সরকার অথবা বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন অথবা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে বেসরকারিভাবে বিশ্ববিদ্যালয় বা সমমানের কোন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন বা পরিচালনা করা যাইবে। তবে এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বাঙ্গালী ও **ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সংস্কৃতিসহ দেশজ** সংস্কৃতির পরিপন্থী কোন কার্যক্রম পরিচালনা করা যাইবে না।	বাংলাদেশ একটি বহু সংস্কৃতি, বহু ভাষাসমৃদ্ধ বৈচিত্রময় দেশ। এদেশে বাঙ্গালী ছাড়াও প্রায় ৫৪টিরও অধিক আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর লোকজন স্মরণাতীতকাল ধরে আপন কৃষ্টি, সংস্কৃতিকে ধারণ করে বসবাস করে আসছে। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র 'বাঙ্গালী সংস্কৃতি পরিপন্থী কার্যক্রম পরিচালনা' উল্লেখ করা হলে অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর সংস্কৃতি বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, যা সম্পূর্ণভাবে দেশের সংবিধান পরিপন্থী (২৩ ক)। তাই, এই ধারায় 'ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের সংস্কৃতিসহ দেশজ সংস্কৃতি' শব্দাবলি সংযুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে, যার ফলে দেশের সকল সংস্কৃতিকে সমান মর্যাদা ভোগ করবে।

ধারা	খসড়া আইন	প্রস্তাবিত সংশোধনী/অন্তর্ভুক্তি	যৌক্তিকতা
৪৭. নারীশিক্ষা:			
৪৭(৫)	উচ্চশিক্ষা গ্রহণ ও গবেষণা কাজ করিবার জন্য দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রীদের বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা এবং সুদমুক্ত, স্বল্পসুদে ও সহজশর্তে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করা হইবে।	উচ্চশিক্ষা গ্রহণ ও গবেষণা কাজ করিবার জন্য দরিদ্র, মেধাবী ও **ক্ষুদ্র জাতিসত্তাভুক্ত** ছাত্রীদের বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা এবং সুদমুক্ত, স্বল্পসুদে ও সহজশর্তে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করা হইবে।	দেশের দরিদ্র ও বঞ্চিত নারীদের মধ্যে আদিবাসী নারীরা অন্যতম। তাই শিক্ষায় আদিবাসী নারীদের অগ্রগতিকে সহায়তা করার জন্য উচ্চশিক্ষা গ্রহণ ও গবেষণা কাজে তাঁদেরকে বিশেষ সুবিধা দেওয়া জরুরি।
৫০. ~~বাংলা ভাষায় পাঠদান~~ পাঠদানের মাধ্যম:			
৫০(১)	ইংরেজী মাধ্যমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যতীত সাধারণ শিক্ষার সকল ধারায় প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার মাধ্যম হইবে বাংলা। তবে, ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বাংলা ও বাংলাদেশ স্টাডিজ বিষয় বাধ্যতামূলক এবং বাংলা মাধ্যমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদনক্রমে	ইংরেজী মাধ্যমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যতীত সাধারণ শিক্ষার সকল ধারায় প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার মাধ্যম হইবে বাংলা। তবে উল্লেখ্য যে, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকাসমূহের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে বাংলার পাশাপাশি স্ব-স্ব মাতৃভাষায়ও প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক পর্যায়ে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করা যাইবে। ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বাংলা ও বাংলাদেশ স্টাডিজ বিষয় বাধ্যতামূলক এবং বাংলা মাধ্যমের শিক্ষা	আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাসমূহে বিশেষত দূর্গম এলাকাসমূহে স্ব-স্ব মাতৃভাষা ব্যতীত অন্যকোন ভাষার প্রচলন নেই বললেই চলে। এক্ষেত্রে, বিদ্যালয়গামী কোমলমতি আদিবাসী শিক্ষার্থীদের কাছে মাতৃভাষা ব্যতীত অন্য যেকোন ভাষা, হোক সেটি বাংলা কিংবা ইংরেজি দুর্বোধ্য ও অপরিচিত। ফলশ্রুতিতে, তাদের মনে একধরনের

ধারা	খসড়া আইন	প্রস্তাবিত সংশোধনী/অন্তর্ভুক্তি	যৌক্তিকতা
	জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তকের পাঠদান করা যাইবে।	প্রতিষ্ঠানসমূহে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদনক্রমে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তকের পাঠদান করা যাইবে।	ভয়ের উদ্রেক হয় বিদ্যালয়ের প্রতি, উৎসাহের পরিবর্তে বিতৃষ্ণার জন্ম হয় স্কুলে যাওয়ার প্রতি, ফলে অকালেই ঝরে পড়ে অনেক সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ। এর প্রেক্ষিতেই, এই ধারায় আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাসমূহের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে বাংলার পাশাপাশি স্ব-স্ব মাতৃভাষায় পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়টি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির আলোকে প্রণীত পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন (সংশোধন) ১৯৯৮ এর প্রথম তফসিল, পরিষদের কার্যাবলি (ধারা ২২) ৩। শিক্ষা (ঠ)'তে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ধারা	খসড়া আইন	প্রস্তাবিত সংশোধনী/অন্তর্ভুক্তি	যৌক্তিকতা
৫০(২)	শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত এবং পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য পাঠসহায়ক সামগ্রীর মুদ্রণ ও প্রকাশনা বিকেন্দ্রীকরণ-এর নিমিত্ত পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিতরণ-এর জন্য একটি পৃথক কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা হইবে।	শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত এবং পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য পাঠসহায়ক সামগ্রীর মুদ্রণ ও প্রকাশনা বিকেন্দ্রীকরণ-এর নিমিত্ত পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিতরণ-এর জন্য ~~একটি পৃথক কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা হইবে।~~ পৃথক পৃথক কর্তৃপক্ষ স্থাপন করিয়া ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ভাষায় শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনা করিবার লক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণের ব্যবস্থা করা হইবে।	আদিবাসীদের মাতৃভাষায় শিক্ষা পরিচালনার জন্য বিশেষায়িত কোন প্রতিষ্ঠান নেই। তাই সরকারের অধীনে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় একটি কর্তৃপক্ষ স্থাপন করে এ কার্যসম্পাদন করা যায়।
৫০(৪)	প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়নকালে পরামর্শ প্রদানের জন্য একটি জাতীয় পরামর্শ কমিটি গঠন করা হইবে। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, দক্ষ, অবসরপ্রাপ্ত ও বিশেষজ্ঞগণের মধ্য হইতে কমিটির সদস্য নির্বাচন করা হইবে। উক্ত কমিটি সকল ধারার জন্য শিক্ষাক্রম	প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়নকালে পরামর্শ প্রদানের জন্য একটি জাতীয় পরামর্শ কমিটি গঠন করা হইবে। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, দক্ষ, অবসরপ্রাপ্ত ও বিশেষজ্ঞগণের মধ্য হইতে কমিটির সদস্য নির্বাচন করা হইবে। শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তকে দেশের ক্ষুদ্র	প্রণীত ও প্রচলিত পাঠ্যপুস্তকগুলোতে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী সম্পর্কে উল্লেখিত তথ্যাবলীর যথার্থতা নিয়ে অভিজ্ঞমহলে একটি সমালোচনা ও সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর মানুষগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য অসন্তুষ্টি বিদ্যমান। তাই, পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নকালে ইতিবাচক পরামর্শ দেওয়ার স্বার্থে গঠিতব্য জাতীয়

ধারা	খসড়া আইন	প্রস্তাবিত সংশোধনী/অন্তর্ভুক্তি	যৌক্তিকতা
	ও পাঠ্যসূচি প্রণয়নে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করিবে।	জাতিসত্তাসমূহের ভাষা ও সংস্কৃতির যথাযথ প্রতিফলন নিশ্চিতরণের লক্ষ্যে এই কমিটিতে ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে। উক্ত কমিটি সকল ধারার জন্য শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়নে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করিবে।	পরামর্শ কমিটিতে আদিবাসী জাতিসমূহের মধ্য হতে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা গেলে এই অসঙ্গতিগুলো অনেকাংশে নিবৃত্তি করা সম্ভব হবে।
৫১. শিক্ষার মান উন্নয়নে বিশেষ ব্যবস্থা:			
৫১(৫)	খসড়া আইনে উল্লেখ নাই	ক্ষুদ্র জাতিসত্তার শিক্ষার্থীদের সহজবোধগম্যতার বিষয়টি বিশেষ বিবেচনায় লইয়া এবং বিদ্যালয় হইতে ঝরে পড়া রোধকল্পে ক্ষুদ্র জাতিসত্তা অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহের বিদ্যালয়গুলোর ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার শিক্ষার্থীদের স্ব-স্ব মাতৃভাষায় পাঠদানের ব্যবস্থা গ্রহণসহ অন্যান্য প্রযোজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।	শিক্ষার মান উন্নয়নকল্পে বিশেষ ব্যবস্থা স্বরূপ প্রস্তাবিত ধারাটি আইনে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে বাস্তবায়নের দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহন করা হলে আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাসমূহের সামগ্রিক শিক্ষার মানের ইতিবাচক পরিবর্তনে সহায়ক হবে।

ধারা	খসড়া আইন	প্রস্তাবিত সংশোধনী/অন্তর্ভুক্তি	যৌক্তিকতা
৫৭. নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন/জাতীয়করণ, এমপিও প্রদান ও পরিচালনা:			
৫৭(৮)	খসড়ায় উল্লেখ নাই	সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকল্পে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সরকারি পাঠক্রমের সাথে সামঞ্জস্য রাখিয়া বেসরকারি সংস্থা/NGOসমূহ নিজ নিজ উদ্যোগে বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনা করিতে পারিবে।	পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং দেশের বিভিন্ন দূর্গম এলাকায় এখনও অনেক পাড়া বা গ্রাম আছে, যেখানে এখনও পর্যন্ত শিক্ষার আলো পৌছেনি, কিংবা কোন বিদ্যালয় স্থাপিত হয়নি। ফলশ্রুতিতে, ২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করণের যে লক্ষ্যমাত্রা সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণ পার্বত্যাঞ্চলের এই অনগ্রসরতার ফলে ব্যাহত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। তাই, এই লক্ষ্যমাত্রা সঠিক সময়ে অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালনের জন্য পার্বত্যাঞ্চলে সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা/NGOসমূহকে নিজ নিজ উদ্যোগে বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনার অনুমোদন প্রদান এই ধারায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ধারা	খসড়া আইন	প্রস্তাবিত সংশোধনী/অন্তর্ভুক্তি	যৌক্তিকতা
৬২. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব ও কর্তব্য:			
৬২(১)	ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদের বার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক ও সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা ও অর্থসংস্থানের বিষয়টি উল্লেখ থাকিবে।	ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের বার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক ও সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা ও অর্থসংস্থানের বিষয়টি উল্লেখ থাকিবে।	শিক্ষা বিভাগ পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত একটি বিভাগ হওয়ায় ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদের পাশাপাশি তিন পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহের (রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ) বার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়ও স্ব-স্ব এলাকার প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক ও সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা ও অর্থসংস্থানের বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত করণের প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

সমাপ্ত

জেলাভিত্তিক পরামর্শ সভায় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের তালিকা

Consultation on Education Act 2013

Organized by: Zabarang Kalyan Samity, Gram Unnayan Sangstha (GRAUS) and Maleya Foundation

Date: 22 August 2013, Thursday, Venue: BNKS hall room, Bandarban

Attendance Sheet

Sl	Name and Position	Mobile no. and Email ID	Organization	Signature
	Sing Young Mro ED. Mrochet	01820187663 singyoung71@gmail.com mrochet91@gmail.com	MROCHET	[signature]
	Cha Ghy Hla Chak Director Bandarban DPOD	01558677671 bandpod@gmail.com	Bandarban DPOD	[signature]
	Qumong Mroe UPC. SEEP. Toymo.	01588833486 qmongmroe@yahoo.com	Toymo.	[signature]
	DEBA PRIYA CHAKMA Project Manager-Educ. Save the Children Bandarban Project Office	01920334125 deba.chakma@savethechildren.org	Save the Children	[signature]
	[illegible]	[illegible]	গ্রাম উন্নয়ন [illegible]	[signature] 22.08.2013
	[illegible]	01556995097	GRAUS	[signature] 22.8.2013
	Aung Chaw Mong Admin & HRO BNKS.	01555045915 aungchaw50@yahoo.com	BNKS	[signature]
	Kyaw Hla U Chy Ex. Chairman S.U.P. B/Ban	01556741550		[signature]

Consultation on Education Act 2013

Organized by: Zabarang Kalyan Samity, Gram Unnayan Sangstha (GRAUS) and Maleya Foundation

Date: 22 August 2013, Thursday, Venue: BNKS hall room, Bandarban

Attendance Sheet

Sl	Name and Position	Mobile no. and Email ID	Organization	Signature
	Hla Shing Nue	01556742358	ED/BNKS	
	Sadhan Bikash Chakma	01554111463	HF	
	[illegible]	01727356409 thunhla_bbax@yahoo.com.	ECo	
	Aminul Islam Bachu	01558496456	Journalist	
	Gabriel Tripura	01556561400 gabriel.tripura@gmail.com	KOTHOWAIN	
	Md. Sakir Uddin	01556742989	Save the Children	
	PESHAL CHAKMA	01555038509	BNKS	
	Kyahlaching Chak In-charge. CIPD Bandarban Branch.	01826161267	CIPD.	

District Level consultation on

EDUCATION LAW 2013

Venu: SAS Conference Room, Kallyanpur area, Rangamati-4500, Date: 23 August 2013

PARTICIPANT ATTANDENCE LIST

Sl. No	Name	Organization or Expertise	Mobile No & Email id	Signature
1	AMAL BIKASH TRIPURA	ZABARANG	01556540408	[signature]
2	Hari Kishore Chakma	Prothom alo	01550609309 [illegible]	[signature]
3	MATHURA BIKASH TRIPURA	ZABARANG	01552356456	[signature]
4	Lalit C. Chakma	Maleya / SAS	01812276408 sas-lalit@yahoo.com	[signature]
5	U. K. Ming Marma	CIPD	01553104440 [illegible]@yahoo.co.uk	[signature]
6	Jaualal Chakma	CIPD	01821824327 cipd[illegible]@gmail.com	[signature]
7	Amlan Chakma	Taungya	017[illegible]2798	[signature]
8	Sukhesmar Chakma	CHTDF	01925812288 sukhesmar.chakma@[illegible].org	[signature]
9	Manabashish Chakma	Taungya	01557431377 [illegible].taungya@gmail.com	[signature]
10	S. M. [illegible]	Shah High School	01553313451	[signature]
11	SUSHIL PRASAD CHAKMA	The Daily Jugantor	01739352411 sushil.chakma@gmail.com	[signature]
12	Susmita Chakma	WRN	01715752898 smitachakma@gmail.com	[signature]
13	Sujit Kanti Chakma	Jum foundation	jumfoundation@yahoo.com	[signature]
14	Tanay Dewan		[illegible]@yahoo.com	[signature]
15	Palash Khisa	RHDC	0185 2266768 palash.khisa@yahoo.com	[signature]
16	Himel chakma	Independent TV	01755624583 hchakma[illegible]@gmail.com	[signature]
17	Biplob chakma	ASHIKA	01556702324 ashika.[illegible]@yahoo.com	[signature]
18	SYED Habibujjaman Bari	Global village	01556525657 [illegible]@gmail	[signature]
19	Advocate Jewel Dewan	BLAST Rangamati	01550602[illegible] jewel7216@yahoo	[signature]
20	Anwar Al Hoque	The Daily Ramunia [illegible]	anwar.cht@gmail.com 01913[illegible]	[signature]
21	Md. Iqbal Bahar Maruf	SAS	01816127332 marufiv@gmail.com	[signature]
22	Hong Shamu Ching	CHTCC	01553036177 [illegible]	[signature]

Consultation on Education Act 2013

: Organized by: Zabarang KalyanSamity, TrinamulUnnayanSangstha (TUS), Assistance for the Livelihood of the Origins (ALO), KhagrapurMahilaKalyanSamity (KMKS), Kabidangand Maleya Foundation

Date: 24 August 2013, Saturday, Venue: TUS hall room, Khagrachari

Attendance Sheet

Sl	Name and Position	Mobile no. and Email ID	Organization	Signature
01	Aung Swe Marma Field Suptd.	01556540451	CHT. Dev. Board	[signature] 24.8.13
02	Sujash Chakma	01558496104 sujash.tus@gmail.com	TUS	[signature]
03	Anupam Chakma Lawyer	01556540100	Dist. Bar Association, Khagrachari	[signature] 24.08.13
04	Purna Bikash Tripura P.C. (Incharge) SEBS	01552678871 purnabikash158@gmail.com	ZKS	[signature] 24.08.2013
05	Ujjal Kumar Sarker Assistant Manager FBA	01552104713 ujjal@ti-bangladesh.org	TIB	[signature] 24.08.13
06	Chingmepru Marma	01972121344 chingmepruehcc@gmail.com	Grassroots for	[signature] 24.08.13
7	Dalim Kumar Tripura Training Officer SBECHT, KHDC.	01558639061 tripuradalim84@gmail.com	Khagrachari Hill District Council.	[signature]
8	Joy Prakash Tripura Coordinator	01558802076 tripurajoy@yahoo.com	CHT Headman Network	[signature]
9	Pramod Bikash Tripura Assistant Program Coordinator Coastal Development Partnership (CDP)	01556700937 Pramod tripura@yahoo.com	CDP, Khagrachari	[signature]
10	Dayananda Tripura BPC-BECHT, ZKS	01828861303 daya.tripura@gmail.com	ZKS	[signature]
11	Sui Ching Aung Marma Program Coordinator.	01755556690 suiching@aloctt.org.	ALO	[signature] 24.8.13
12	Kubindra Lal Tripura Vice President BTKS	01556644547	BTKS	[signature] 24.08.13

Sl	Name and Position	Mobile no. and Email ID	Organization	Signature
07 13	Mrasajai Marma BMSC Student	01831514196 mrasajai.marma@gmail.com	BMSC	[signature]
08 14	Binodan Tripura Programme Coordinator	01553103955 bntripura@gmail.com	Zabarang Kalyan Samity	[signature]
03 15	Parendra Lal Tripura Core Facilitator	01817265929 parentripura@yahoo.com	KMKS	[signature]
04 16	Tapu Tripura General Secretary	01848921554 tapu_trip@yahoo.com	Tripura Students Forum, Bangladesh	[signature]
05 17	Karandra Tripura Program Officer	01553752489 karandratripura@yahoo.com	ISOMEC ZKS	[signature]
19	Birendra Tripura	01553795476 sbirendra010@gmail.com	ZKS	[signature]
19	Tilak Jyoti Chakma	01553491567 tilak.chakma@gmail.com	ZABARANG	[signature]
20	Md. Jahmurul Alam	01817741423 Dainik Purbo Kone jahmurul@gmail.com	Bangladesh Pratidin, Dainik Purbokone, Khagrachari	[signature] 24.8.13
21	Jagadish Roaza	01556620074 rjtripura@gmail.com	CHEA foundation	[signature]
22	Amal B. Tripura	01556540408 tripura.amal@zks-bd.org	ZKS	[signature]
23	Barik Tripura	01572467801 SKS T.U.S	T.U.S	[signature]
24	Lalasa Chakma	01552362345 kabidangcht@yahoo.com	Kabidang	[signature]
25	Shefalika Tripura	01553398110	KHKS	[signature]
	Mathura B. Tripura Executive Director	01552352456 mathura.tripura@gmail.com	ZKS	[signature]